গুলশানে ভয় কেটে যাচ্ছে : মেয়র আনিসুল

কালের কণ্ঠ অনলাইন

অ + অ -

লি আর্টিজান বেকারিতে হামলার সাড়ে তিন মাসের মাথায় সেই পরিস্থিতি এখন অনেকটাই স্বাভাবিক। সরকার, পুলিশ প্রশাসন যেভাবে কাজ করেছে এতে তাদের ভয় কেটে গেছে। আমাদের মাঝে ভয়ের যে ধারণা জন্মেছে, এখন তা দূর করতে হবে। নিরাপত্তার বিষয়ে প্রয়োজনে পারস্পরিক সহযোগিতা নিয়ে কাজ করতে হবে।

বুধবার গুলশানের ব্যবসা-বাণিজ্য ও নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে এক মতবিনিময় সভায় মেয়র আনিসুল হক এ কথা বলেন। সরকারের মন্ত্রী, জনপ্রতিনিধি, কূটনীতিক, শীর্ষ ব্যবসায়ী নেতা, পুলিশ-গোয়েন্দা সংস্থার প্রতিনিধি, গুলশান-বনানী সোসাইটি নেতাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন মেয়র। তিনি বলেন, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন প্রশাসন নাগরিকদের জন্য কী কাজ করছে, গুলশান হামলার পর কূটনীতিক এলাকার নিরাপত্তা পরিস্থিতিতে কী অগ্রগতি এসেছে এসব বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। যেহেতু

বিদেশি কূটনীতিকদের অধিকাংশই গুলশান এলাকায় থাকেন বা অফিস করেন তাই আলোচনায় তাদের সংযুক্ত করা হয়েছে।

তাদের কাছ থেকে শুনেছি এবং আমরা আমাদের কথা বলেছি।

বিদেশিদের নিরাপত্তায় আর কী কী পদক্ষেপ নেওয়া যায় সে কূটনীতিকদের কাছ থেকে মতামত চাওয়া হয়েছে বলেও জানান ঢাকা উত্তরের মেয়র। মন্তব্য করেন তিনি। মতবিনিময় সভায় সড়কের প্রতিবন্ধকতা নিয়ে কোনো আলোচনা হয়েছে কিনা সাংবাদিকরা তা জানতে চাইলে মেয়র আনিসুল হক বলেন, কোনো ঘটনা ঘটলে রাস্তায় যান চলাচল নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি যুক্তরাষ্ট্রসহ সব দেশেই কম বেশি দেখা যায়।

নিরাপত্তার স্বার্থে এই কাজটি সবাইকে মেনে নিতে হবে। সরকারের বিভিন্ন ইতিবাচক পদক্ষেপের পর কূটনীতিকদের আত্মবিশ্বাস অনেক বেড়েছে বলে কূটনীতিকদের পক্ষ থেকে জানান সুইডেনের রাষ্ট্রদূত। হলি আর্টিজানে হামলার পর গুলশান এলাকার হোটেল-রেস্তোরাঁ ব্যবসায় বড় ধস নামলেও রপ্তানিতে তেমন প্রভাব পড়েনি বলে মনে করেন মেয়র আনিসুল।

গুলশান এলাকার রেস্টুরেন্ট ব্যবসা কমে ৪/৫ শতাংশ নেমে এসেছিল এটা সত্য। তবে সময়ের ব্যবধানে সেই পরিস্থিতি কেটে গেছে।

এখন হোটেলগুলোতে বুকিং আবার ৮০/৯০ শতাংশে উঠেছে।

মতবিনিময় সভায় মার্কিন রাষ্ট্রদূত বার্নিকাট, ডিএমপি কমিশনার আছাদুজ্জামান মিয়া, পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম, এফবিসিসিআই'র সাবেক সভাপতি কাজী আকরাম উদ্দিন, বর্তমান সভাপতি মাতলুব

আহমেদ, সাবেক নির্বাচন কমিশনার এটিএম শামসুল হুদা, গুলশান, বনানী, বারিধারা, নিকেতন সোসাইটির নেতারা, ডিএমপি কমিশনার, এনএসআই'র মহাপরিচালক ও কয়েকটি পশ্চিমা দেশের রাষ্ট্রদূতরা উপস্থিত ছিলেন।